W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. /WBHRC/COM/2016-17

Date: 03.02. 2017

Enclosed is the news clipping of 'Bartaman' an Bengali daily dated 3rd February, 2017, the news item is captioned 'প্রমোটারের হাতে আক্রান্ত দম্পতি পুলিশ আটক করলো অভিযোগকারিকেও"

The Commissioner of Police, Kolkata is directed to furnish a detail report by 09.03.2017 enclosing thereto:-

(a) The copy of the FIR lodged by the couple Kanika Sardar and Sambhu Nath Sardar

(b) Address and full particulars of the Sardar couple.

(c) The copy of FIR lodged by the Promoter

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 03.02. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

বর্তমান ০৩.০২-২০১৭

প্রোমোটারের হাতে আক্রান্ত দম্পতি, পুলিশ আটক করল অভিযোগকারীকেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: প্রোমোটার ও তাঁর শাগরেদদের মারধরে আক্রান্ত হলেন এক দম্পতি। এমনকী, অভিযুক্তদের মারে গৃহবধূর কানের লতিও ছিঁড়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি কসবা থানার বেদিয়াডাঙা লেনে। আক্রান্ত দম্পতির নাম কণিকা সর্দার ও শম্ভুনাথ সর্দার। এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রোমোটার এবং তাঁর শাগরেদদের আটক করেছে পুলিশ। যদিও প্রোমোটারের পালটা অভিযোগে শম্ভুনাথ সর্দারকেও আটক করেছে পুলিশ।

ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, সর্দার দম্পতির বাড়ি আগে প্রোমোটিং হয়। সেখানে তাঁরা বসবাস করছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা সেখানে রয়েছেন। সম্প্রতি তাঁদের পাশের জমিতে ওই প্রোমোটার একটি নির্মাণের কাজ শুরু করেন। সর্দার দম্পতির অভিযোগ, প্রোমোটার ওই জমি ছাড়াও তাঁদের জমির অনেকটা অংশ দখলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। যা বাধা দেওয়ায় তাঁদের সঙ্গে প্রোমোটার এবং তাঁর শাগরেদদের বিবাদ হয়।

গত কয়েকদিন ধরেই এই বিবাদ চলছিল। অভিযোগ, এদিন দুপুরে আচমকাই প্রোমোটার এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ওই দম্পতির বাড়িতে আসে এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। যার প্রতিবাদ করায় শম্ভুনাথ সর্দারকে বেধড়ক মারধর করে তারা। স্বামীকে মার খেতে দেখে স্ত্রী কণিকাদেবী ছুটে গেলে তাঁকেও চুল মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে মারধর করা হয়। এমনকী, তাঁর কানের দুল ছিঁড়ে নেয় অভিযুক্তরা। যার জেরে তাঁর কানের লতি ছিঁড়ে যায়। এদিকে, ঘটনার পর জখম অবস্থায় ওই দম্পতি থানায় গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি বলে অভিযোগ। পুলিশ তাঁদের বলে, আগে মেডিকেল পরীক্ষা করে সেই রিপোর্ট নিয়ে আসতে। তারপরই অভিযোগ দায়ের হবে। এরপর নিজের মেডিকেল পরীক্ষা করে যখন এদিন সন্ধ্যায় থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যান ওই দম্পতি, তখন কণিকাদেবীকে ছেড়ে দিয়ে শম্ভুনাথবাবুকে আটক করে পুলিশ।

উলটোদিকে, তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রোমোটার এবং তাঁর লোকজনকেও আটক করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, প্রোমোটার অভিযোগ করেছেন, তিনি নির্মাণস্থলে কাজ করার সময় তাঁকে নানাভাবে কটূক্তি করত ওই দম্পতি। তাঁরা কাজ করতে দিতেন না। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই শম্ভুনাথ সর্দারকে আটক করা হয়েছে। যদিও তাঁর স্বামীকে চক্রান্ত করে ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা। এসএস ডিভিশনের ডিসি বিডি চন্দ্রশেখর জানিয়েছেন, দু'তরফে অভিযোগ পেয়ে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।